তারিখ ৩০ APR 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

প্রথম আলো

সরকারি কলেজে শিক্ষক-সংকট

অবিলম্বে সব শূন্যপদ পূরণ করুন

দেশের কলেজ পর্যায়ের তিন শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২১২টি কলেজের অধ্যক্ষেরা শিক্ষক-সংকটের কথা লিখিতভাবে জানিয়েছেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকে (মাউশি)। এ থেকে সমস্যার গভীরতা অনুধাবন করা কঠিন নয়। আর যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান লিখিতভাবে জানায়নি, সেসব প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষক সমস্যা আছে। বর্তমানে কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, আলিয়া মাদ্রাসাসহ সরকারি কলেজ পর্যায়ের মোট সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে ৩২৯টি।

প্রথম আলোর অনলাইন-খবর থেকে জানা যায়, মফস্বলের কলেজগুলোতেই শিক্ষক-সংকট অপেক্ষাকৃত বেশি। শিক্ষাক্ষেত্রে এই বৈষম্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক পদ এমনিতেই কম। সরকারি কলেজে মোট ১৫ হাজার ২৮৯টি অনুমোদিত পদের মধ্যে ৩ হাজার ৭৫৪টি পদ; অর্থাৎ, প্রায় ২৫ শতাংশ পদই শূন্য রয়েছে। এ অবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক থাকবে কীভাবে? এ ছাড়া প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই প্রয়োজনীয় শ্রেণিকক্ষ এবং পড়াশোনার অন্যান্য সরঞ্জামেরও ঘাটতি রয়েছে। বিষয়গুলো জানা সত্ত্বেও মাউশি তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়েরও অজানা নয়। তা সত্ত্বেও এত দিন তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এটি শিক্ষার প্রতি তাদের উদাসীনতারই প্রমাণ।

যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের অনুপাত ১৩ :১, ক্ষেত্রবিশেষে আরও কম, সেখানে কলেজ পর্যায়ে ১০০ : ১, ক্ষেত্রবিশেষে আরও বেশি। অথচ উভয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণি পড়ানো হয়।

উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় এই অব্যবস্থা ও বৈষম্য চলতে পারে না। আজ শনিবার সরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের সম্মেলনে বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপিত হবে বলে *প্রথম আলোর* খবরে জানানো হয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এই সম্মেলন উদ্বোধন করবেন এবং অধ্যক্ষদের কাছ থেকে সমস্যাটি সরাসরি জানতে পারবেন।

সে ক্ষেত্রে প্রত্যাশা থাকবে, সরকারি কলেজে শিক্ষক সমস্যার সমাধানে অবিলম্বে সব শূন্যপদ পূরণ করা হবে।